তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপভেদ।

''যেমন 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'। এক পুকুরে তিন-চার ঘাট; একঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। একঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর-এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'ওয়াটার'। তিন-ই এক, কেবল নামে তফাত। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা'; কেউ 'গড্'; কেউ বলছে 'ব্রহ্ম'; কেউ 'কালী'; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।''

কেশব (সহাস্যে)—কালী কতভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।

[কেশবের সহিত কথা—মহাকালী ও সৃষ্টি প্রকরণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই **মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী।** মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

''শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থবাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়—রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে। (কেশবের ও সকলের হাস্য)

(সহাস্যে)—''হ্যাঁ গো! গিন্নীদের ওইরকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট-ছোট পুঁটলি বাঁধা শসাবিচি, কুমড়াবিচি, লাউবিচি—এই সব রাখে, দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি-নাশের পর ওইরকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন! জগৎপ্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্ণনাভির' কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।

[কালীব্রহ্ম—কালী নির্গুণা ও সগুণা]

''কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়।

''আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোন রঙ নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রঙ নাই।''

এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন ঃ

মা কি আমার কালো রে।
কালোরূপ দিগম্বরী, হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ [গীতা—৭।১৩]

এ সংসার কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদির প্রতি)—**বন্ধন আর মুক্তি—দুয়ের কর্তাই তিনি।** তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে

www.udbodhan.org

বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি ‘‘ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী’’।

এই বলিয়া গন্ধর্বনিন্দিতকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাহিতেছেন ঃ

শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে)।
(ওই যে) আশা-বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥
কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি সগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ॥

‘‘তিনি লীলাময়ী! এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।’’

ব্রাহ্মভক্ত—মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ। তাই ‘‘লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।’’ (সকলের আনন্দ)

‘‘তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন, ‘যা, এখন সংসার করগে যা।’ মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।’’

ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান করে গাইতেছেন ঃ

আমি ওই খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এ-সব তোমারি চাতুরী ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি ॥
যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে, মন দিয়েছ, মনেরি আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

‘‘তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। ‘প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরি আঁখি ঠারি’।’’

[কর্মযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা—সংসার ও নিষ্কামকর্ম]

www.udbodhan.org